TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ☐ আগরতলা - ৭৯৯ ০০১ ☐ পশ্চিম ত্রিপুরা।

রেফ্ নং ঃ

তারিখ ঃ

রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে মহিলাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সচেতন হতে হবে। দেশ এবং রাজ্য জুড়ে যত বেশি করে আইনী সচেতনতা শিবির হবে তত বেশি পরিমাণে মহিলারা তাদের অধিকার নিয়ে সচেতন হবে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেগুলোকে কার্যকর করতে পারবেন। প্রত্যেক মহিলাকে স্বাবলম্বী হতে হবে এবং তাদের মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে হবে। কন্যাশিশুদের কথা বলতে গিয়ে বলেন যে প্রত্যেক মা-বাবার তাদের কন্যাসন্তানদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। মানসিক দিক থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীমতী সন্ধ্যা রাংখল বলেন আইনী সচেতনতা শিবিরের প্রয়োজনীয়তা অনেক। আজকের দিনে যেভাবে চারিদিকে নারীদের ওপর মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে চলেছে সেগুলিকে প্রতিরোধ করার জন্য নারীদেরকে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদে সামিল হতে হবে। তিনি আরও বলেন রাজ্য মহিলা কমিশন প্রতিনিয়ত মহিলাদের সুরক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

উদ্বোধনী পর্বের পর দুই দিনের মোট আটটি টেকনিক্যাল সেসন হয়। এই আটটি সেসনে বিশেষজ্ঞগণ মহিলাদের জন্য যে উন্নয়ন মূলকপ্রকল্প ও আইন রয়েছে সেগুলি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন।

শ্রীঅরুণ কুমার দেববর্মা জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নের জন্য যে প্রকল্প এবং ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন।

শ্রীমতী অপর্ণা দে গার্হস্থ্য হিংসা আইন-২০০৫ এবং পণপ্রথা নিরোধক আইন বিষয়ে একটি পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করে বিস্তারীত আলোচনা করেন।

শ্রীমতী রাজশ্রী পুরকায়স্থ অপরাধ আইনের বিভিন্ন দিক, কন্যাভ্রূণ হত্যা প্রতিরোধক আইন এবং মহিলাদের মাতৃত্বকালীন সুবিধাসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

শ্রীমতী মল্লিকা দেবনাথ অভিযোগ দায়ের করার পদ্ধতি, জামিনযোগ্য ও অজামিনযোগ্য অপরাধ, গ্রেপ্তারকৃত মহিলার অধিকার, মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধক আইন, শিশুশ্রম প্রতিরোধক আইন এবং যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

শ্রীমতী জয়িতা দেবনাথ জাতীয় এবং রাজ্য মহিলা কমিশনের গঠন ও কার্যাবলি, বিনামূল্যে আইনী সহায়তা, আইনসেবা কর্তৃপক্ষ, মহিলা হেল্প লাইন, মহিলা হেল্পডেস্ক, এন্টিট্রাফিকিং সেল ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন।

শ্রীমতী দেবস্মিতা চক্রবর্তী মহিলা ও শিশুদের সাংবিধানিক অধিকার, বিশেষ বিবাহ আইন, বিবাহনিবন্ধীকরন আইন, বিবাহ-বিচ্ছেদ, স্ত্রী এবং বয়স্ক মাতাপিতাদের ভরনপোষণ আইন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রতিটি আলোচনার পর অংশগ্রহনকারী মহিলারা বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং সংশ্লিষ্ট বক্তাদের কাছ থেকে উত্তর জেনে নেন।

দুই দিনের কর্মশালার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মহিলা কমিশনের সদস্য শ্রীমতী জয়িতা দেবনাথ, আইন বিশেষজ্ঞ শ্রীমতী দেবস্মিতা চক্রবর্তী এবংআইনজীবি শ্রীমতী মল্লিকা দেবনাথ অংশগ্রহনকারী মহিলাদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন।

দু-দিনের কর্মশালার শেষে সমাপ্তি ভাষণ রাখেন রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্য শ্রীমতী জয়িতা দেবনাথ।

10/2/2017
(Smt. Aparna De)
Member Secretary
Tripura Commission for Women

TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ◻ আগরতলা - ৭৯৯ ০০১ ◻ পশ্চিম ত্রিপুরা।

রেফ্ নং ঃ No.F.2(1)-SWC/NCW(LAP)/2016-17/ 757-66 তারিখ ঃ 10 - 2 - 2017

প্রেস রিলিজ

ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের উদ্যোগে তেলিয়ামুড়ায় দুই দিনের আইনি সচেতনতা সভা।

গত ৬-৭ ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরা মহিলা কমিশন তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতি হলে আয়োজন করেছে দুই দিনের আইনি সচেতনতা সভা। জাতীয় মহিলা কমিশন, নতুন দিল্লী-এর আর্থিক সহায়তায় এবং তেলিয়ামুড়া সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্পের সহযোগিতায় এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় সদস্য শ্রীমতী গৌরী দাস। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পূর্ব সদ্দ কড়কড়ি এ.ডি.সি ভিলেজের চেয়ারপার্সন শ্রীমতী সন্ধ্যা রাংখল। কর্মশালার প্রথম দিনে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের খোয়াই জেলা আধিকারিক শ্রীঅরুণ কুমার দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া শিশু উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীসুভাষ দেবনাথ, মহিলা কমিশনের সদস্য সচিব শ্রীমতী অপর্ণা দে, কমিশনের আইন বিশেষজ্ঞ শ্রীমতী দেবস্মিতা চক্রবর্তী এবং আগরতলা বার এসোসিয়েশনের আইনজীবি শ্রীমতী রাজশ্রী পুরকায়স্থ। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে উপস্থিত ছিলেন মহিলা কমিশনের সদস্য শ্রীমতী জয়িতা দেবনাথ। আইন বিশেষজ্ঞ শ্রীমতী দেবস্মিতা চক্রবর্তী এবং আগরতলা বার এসোসিয়েশনের আইনজীবি শ্রীমতী মল্লিকা দেবনাথ।

অপর্ণা দে স্বাগত ভাষণে বলেন ত্রিপুরা রাজ্যের মহিলারা দেশের অন্যান্য অংশের মহিলাদের তুলনায় রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে অনেক বেশি সচেতন। কিন্তু মহিলাদের সুরক্ষার জন্য যেসব আইন রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা কম। বিশেষকরে গ্রামের মহিলারা জানেন না কোথায় গিয়ে আইনী সহায়তার জন্য আবেদন করতে হয়। তাই ত্রিপুরা মহিলা কমিশন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে মহিলাদের মধ্যে আইনী সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করছে। মহিলারা আইন সম্পর্কে সচেতন হলে এবং সরকারী সুবিধাগুলি সম্পর্কে অবগত হলে সেই সুবিধাগুলির জন্য সঠিক জায়গায় আবেদন করতে পারবেন, এতে সরকারি সুবিধাগুলি সঠিক জায়গায় সহজেই পৌঁছুতে পারবে। শ্রীমতী দে উপস্থিত সকলকে আইনের বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জেনে নিতে অনুরোধ রাখেন। শ্রীসুভাষ দেবনাথ তাঁর আলোচনার শুরুতে প্রথমেই কমিশনকে ধন্যবাদ জানান আইনী সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করার জন্য। তিনি বলেন সাধারণ মানুষ বিশেষকরে মহিলারা এখনও আইনের বিভিন্ন ধারা, উপধারা এবং অন্যান্য বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে অবগত নন। এধরণের সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত থেকে তারা অনেক বেশী করে সচেতন হতে পারবেন এবং বিশদভাবে আইনি বিষয়ে জানতে পারবেন। তিনি আরো বলেন যে আইন নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য রয়েছে কিন্তু বিশেষকরে মহিলাদের আইনী বিষয়ে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে।

শ্রীমতী গৌরী দাস উনার বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথমেই জাতীয় এবং রাজ্য মহিলা কমিশনকে আইনী সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করার জন্য অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন ভারতের সংবিধানে মহিলাদের অধিকারের কথা খুব সুন্দর ভাবে বলা আছে, আর সে ব্যাপারে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই অবগত আছেন, তবু আজও অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি মহিলারা পিছিয়ে আছেন। একটা দেশের উন্নতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে মহিলা এবং পুরুষের সমান ভূমিকার উপর। মহিলাদেরকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠতে হবে। অর্ধেক আকাশ জুড়ে মহিলারা রয়েছে। তাই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে সমান অধিকার নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে আর তাতেই হয়তো দেশের উন্নতি হবে। অর্থনৈতিক,

10/2/2017
(Smt. Aparna De)
Member Secretary
Tripura Commission for Women

TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ □ আগরতলা - ৭৯৯ ০০১ □ পশ্চিম ত্রিপুরা।

রেফ্ নং ঃ No.F.2(1)-SWC/NCW(LAP)/2016-17/804-13

তারিখ ঃ 14-2-2017

প্রেস রিলিজ

ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের উদ্যোগে মান্দাই-এ নারী নির্যাতন বিরোধী সচেতনতা সভা।

ত্রিপুরা মহিলা কমিশন ম্যানকাইন্ড এওয়ারনেস প্ল্যাটফর্ম সামাজিক সংস্থার সহযোগিতায় গত ১৩ ফেব্রুয়ারী মান্দাই বি.এ.সি হলে নারী নির্যাতন বিরোধী সচেতনতা সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি মান্দাই বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মা, মান্দাই আই.সি.ডি.এস প্রজেক্টের সি.ডি.পি.ও শ্রীসুজিত দাস, ম্যানকাইন্ড এওয়ারনেস প্ল্যাটফর্মের সভাপতি শ্রীসঞ্জয় কুমার দাস এবং সম্পাদক শ্রীঅনুপময় দত্ত এবং ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের সদস্য সচিব শ্রীমতী অপর্ণা দে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন শ্রীসঞ্জয় কুমার দাস।

প্রধান অতিথি শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মা তাঁর বক্তব্যে বলেন আজকাল টেকনোলজি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে ত্রিপুরা সহ উত্তরপূর্ব ভারতের যুবক যুবতীরা পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি গ্রহণ করছে, এতে মেয়েদের বিরুদ্ধে হিংসা বেড়ে গেছে। আবার মদ, জুয়া অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করে কতিপয় পুরুষ মহিলাদেরকে আক্রমণের নিশানা বানাচ্ছে। স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও মহিলারা এখনো অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাই মহিলা কমিশন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষকে সচেতন করার জন্য এই ধরণের সচেতনতা সভার আয়োজন করে। মান্দাই এলাকায় কোন নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে মহিলা কমিশনের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। নারী নির্যাতন বন্ধ করার জন্য ব্যাপক গন আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান রাখেন তিনি।

কমিশনের সদস্যসচিব নারী নির্যাতন: প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায় - শীর্ষক একটি পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। তিনি মহিলাদের উপর যে ধরণের হিংসা বা অপরাধ সংঘটিত হয় মান্দাই এলাকায়, সেগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলিচনা করেন। তিনি বলেন মান্দাই এলাকায় বাল্যবিবাহ, নেশা, তীর জুয়া খেলা, বহুবিবাহ, স্বামীর দ্বারা বৈধ স্ত্রীকে পরিত্যাগ, ডাইনি সন্দেহে মহিলাকে বাড়িছাড়া করা বা আক্রমণ ইত্যাদি ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। বাল্যবিবাহের সামাজিক প্রভাব ও শিশুকন্যার উপর প্রভাব এবং বাল্য বিবাহ নিরোধক আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সন্তান ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক প্রতিটি ছেলেমেয়ের কিশোর বা যুব বয়সে তার আচরণের প্রতি নজরদারী রাখার জন্য তিনি আহ্বান রাখেন। তাছাড়া তিনি মহিলাদের স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে নাজেহাল হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিবাহনিবন্ধিকরণ করার অনুরোধ করেন। কোথায় গিয়ে মহিলারা বিনামূল্যে আইনের সাহায্য পেতে পারেন সে বিষয়ে আলোকপাত করে তিনি বলেন যে প্রতিটি কোর্টে আইনসেবা কর্তৃপক্ষ রয়েছে, যারা বিনামূল্যে মহিলাদের আইনীসাহায্য করে থাকে।

মান্দাই আই.সি.ডি.এস প্রজেক্টের সি.ডি.পি.ও শ্রীসুজিত দাস তাঁর আলোচনায় বলেন ছেলে ও মেয়েদের বাড়ি থেকেই নীতিশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। বিজ্ঞানের উন্নতি যত হচ্ছে, আজকালের ছেলেমেয়েরা দ্রুত নানা অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই শৈশব থেকেই ছেলেমেয়েদের আচরন, চলাফেরার প্রতি নজরদারি রাখা প্রয়োজন। নবাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সবাইকে সচেতন হতে হবে, অন্যদেরকেও সচেতন করতে হবে বলে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান রাখেন।

শ্রীঅনুপময় দত্ত অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু যদি উপস্থিত মহিলারা তাদের পরিবারের সদস্য, এলাকাবাসীর কাছে পৌছে দেন তাহলে এই ধরণের সচেতনতা সভা সার্থক হবে।

14/02/2017
(Smt. Aparna De)
Member Secretary
Tripura Commission for Women

Ph. : (0381) 232-3355
232-2912
Fax : (0381) 232-3355

Tripura Commission For Women

Melarmath, Agartala, West Tripura, PIN - 799 001

Ref. No. .....
F.7(1). SWC/PC/Un-dth/sl.50/17/784-93

Date : 14-2-2017

প্রেস রিলিজ

নাবালিকা গৃহ পরিচারিকার মৃত্যু- তদন্তে মহিলা কমিশন

গত ২রা ফেব্রুয়ারী স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত "চান্দিনীর রহস্য মৃত্যু, নারীনেত্রী ও তার স্বামিকে গ্রেফতারের দাবী" শীর্ষক খবরের ভিত্তিতে মহিলা কমিশনের দুই সদস্যের এক প্রতিনিধিদল আমবাসা থানাধীন খদবন পাড়ায় ঘটনার তদন্তে যান। সেখানে গিয়ে মৃতার পরিবারের সাথে কথা বলা হয়। মৃতার বাবা জানান সাত মাস আগে টাকারজলা থানাধীন একটি বাড়ীতে উনার পঞ্চম মেয়ে চান্দিনী রিয়াং (১১) কাজে ঢুকে। বাড়ীর মালিকের স্ত্রী আমবাসায় কাজের লোকের খোঁজে আসেন এবং চান্দিনীকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে উনার বাড়ী নিয়ে যান। চান্দিনীর বাবার দারিদ্রতার সুযোগ নেন তিনি। ঐ বাড়ীতে চান্দিনী কাজ করাকালীন চান্দিনীর বাবা মাঝে মধ্যে বাজারে গিয়ে মেয়ের সাথে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেন কিন্তু বাড়ীর মালিকের স্ত্রী বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে কথা বলতে দেন নি। গত ৩০ শে জানুয়ারী তারা চান্দিনীর বাড়ীতে লোক পাঠান চান্দিনীর অসুস্থতার খবর দিয়ে। চান্দিনীর বাবা তাদের সাথে চান্দিনীকে দেখার জন্য যান হাসপাতালে গিয়ে চান্দিনীর মৃত দেহ দেখতে পান। মালিকের স্ত্রী উনাকে জানায় চান্দিনীর জ্বর হয়েছিল চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসেন কিন্তু বাঁচানো যায় নি। চান্দিনীর শ্রাদ্ধের খরচের জন্য মালিকপক্ষ ২০ হাজার টাকা দেন এবং চান্দিনীর কাজের মজুরী হিসাবে ১৬ হাজার টাকা আগেই দিয়েছিলেন। চান্দিনীর বাবা জানান তার আত্মীয়স্বজন তাকে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে যে সে নাকি চান্দিনীর মালিকের কাছ থেকে দেড় লক্ষ টাকা নিয়েছে। তাই তারা রাগে চান্দিনীর ডেথ সার্টিফিকেট ও ছিড়ে ফেলে দিয়েছে। পুলিশে অভিযোগ করবেন কি না জানতে চাইলে তিনি জানান গ্রাম্য বিচার সভা বসবে কয়েকদিনের মধ্যে। বিচারসভায় যা সিদ্ধান্ত হবে, তাই তিনি মেনে নেবেন। কমিশন ঘটনার সঠিক তদন্ত দাবি করছে।

14/2/2017
(Smt. Aparna De)
Member Secretary
Tripura Commission for W...

Ph. : (0381) 232-3355
232-2912
Fax : (0381) 232-3355

Tripura Commission For Women

Melarmath, Agartala, West Tripura, PIN - 799 001

Ref. No. ..... Date 7-2-2017

F.7(1). SWC/PC/Gang_Rape/Sl.43/17/687-96

চাকরীর প্রলোভন দিয়ে গন ধর্ষন- তদন্তে মহিলা কমিশন, দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবী কমিশনের

গত ২রা ফেব্রুয়ারী স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত "চাকরীর প্রলোভন দিয়ে গনধর্ষন" সংবাদের ভিত্তিতে কমিশনের পক্ষ থেকে ২ সদস্যের প্রতিনিধিদল গত ৩ রা ফেব্রুয়ারী তদন্তে যান। প্রতিনিধি দলটি কথা বলেন ধর্ষিতা মেয়েটির সাথে। বিবৃতিতে মেয়েটি জানায় কাজের খোঁজে সে জিরানীয়া থেকে আগরতলা এসে ভাড়া বাড়ীতে থাকতে শুরু করে। ১ লা ফেব্রুয়ারী সকাল আনুমানিক ৮.৩০ মি নাগাদ ভাড়া বাড়ী থেকে বেরিয়ে মেয়েটি অটোতে উঠে আই.জি.এম হাসপাতালে কাজ খোঁজতে যাবে বলে। অটোতে আরও দুইজন পুরুষ যাত্রী ছিল। মেয়েটির কাছে তার চাকরী খোঁজার খবর জানতে পেরে অটোর এক সহযাত্রী লিচুবাগানে তার অফিসে চাকরী দেবে বলে প্রস্তাব দেয়। অটোটিকে নিয়ে ৩ জন মেয়েটি সহ চা বাগানের জঙ্গলে চলে যায়। মেয়েটি জানায় সেখানে গিয়ে অটোর সহযাত্রী বাপী সরকার ফোন করে আরও দুইজনকে ডেকে আনে। এরপর ৫ জন মিলে মেয়েটিকে ধর্ষন করে। মেয়েটির চিৎকার কেউ শুনতে পায় নি যেহেতু ঘটনাটি জঙ্গলের ভেতর সংঘটিত হয়েছে। ধর্ষণ শেষে মেয়েটিকে খুন করার পরিকল্পনা শুনতে পেয়ে মেয়েটি ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে আসে এবং পুলিশের সহায়তায় স্থানীয় থানায় আশ্রয় নেয়। ধর্ষিতা মেয়েটি চাইছে দোষীদের কঠোর শাস্তি হোক।

কমিশন ঘটনাটির তীব্র নিন্দা করছে এবং সুষ্ঠু তদন্তক্রমে দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবী করছে।

07/2/2017
(Smt. Aparna De)
Member Secretary
Tripura Commission for Women

Ph. : (0381) 232-3355
232-2912
Fax : (0381) 232-3355

Tripura Commission For Women

Melarmath, Agartala, West Tripura, PIN - 799 001

Ref. No. ..... Date 7-2-2017

No.F.7(1)SWC/PC/Un-dth/5127 1670-79

গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু, তদেন্তে মহিলা কমিশন

গত ২৮ শে জানুয়ারী স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে গত ৩১ শে জানুয়ারী দুই সদস্যের এক প্রতিনিধি দল তদন্তে যান সোনামুড়া থানাধীন বেজিমারাতে। প্রতিনিধিদলটি কথা বলেন মৃতা নিবেদিতা করের মা, বাবা এবং আত্মীয়বর্গের সাথে। বিবৃতিতে মৃতার বাবা জানান গত ৪ঠা জুন ২০১৫ ইং সামাজিকভাবে নিবেদিতার বিয়ে দেয়া হয় সোনামুড়া থানার অন্তর্গত শোভাপুরের সুমন দে'র সাথে সমস্ত দাবী দাওয়া মিটিয়ে। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই নিবেদিতার উপর শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন শুরু করে স্বামী এবং শাশুড়ী, বাপের বাড়ী থেকে নগদ টাকা আনার জন্য। নিবেদিতার স্বামী সুমন দেব অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে সুমনের গলার হারটি চুরি হয়ে যায়। এই নিয়ে নিবেদিতাকে চাপ সৃষ্টি করা হয় হারটি যেন বাবার বাড়ী থেকে এনে দেয়া হয়। সেটি দেওয়া সম্ভব না হওয়াতে নিবেদিতার উপর নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় বলে নিবেদিতার বাবা অভিযোগ করেন। নিবেদিতার ছেলের অন্নপ্রাশনের খরচ বাবদ সুমন দেব ৩০,০০০ /- টাকা দাবী করে। মৃতার মা বাবা এবং আত্মীয়বর্গ সকলেই জানায় নিবেদিতাকে পরিকল্পিতভাবে খুন করেছে তার স্বামী এবং শাশুড়ী। ভাসুর ও ঘটনাটির সাথে জড়িত থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছেন পরিবার পরিজনেরা। মৃতার পরিবারবর্গ দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবী করছে।

কমিশন ঘটনাটির তীব্র নিন্দা করছে। সুস্টু তদন্তক্রমে দোষী ব্যক্তির কঠোর শাস্তি দাবী করছে কমিশন।

07/2/2017

(Smt. Aparna De)
Member Secretary
Tripura Commission for Women